133

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 3 MAR. 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ইংরেজী আবশ্যক ঃ তবে বাধ্যতামূলক নয়

মুহাম্মদ মীযানূর রহমান

আমরা বাংগালী, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এর স্থান সর্বোচ্চ। যে কোন দেশের শিক্ষিত জনসংখ্যা বলতে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষিত জনসংখ্যাকেই বুঝায়। তাই আমাদের এ অশিক্ষিত জাতিকে একটি শিক্ষিত জাতিতে পরিণত করতে হলে তাদেরকে বাংলা শিখতে হবে ও শিখাতে হবে। এদিক থেকেই ইংরেজী অবশ্যই গৌণ। কিন্তু অতীব উদ্বেগের বিষয় হল- কি সরকারী শিক্ষা বেসরকারী শিক্ষা- সকল ক্ষেত্রেই বাংলা আদর্শলিপির সাথে ৪/৫ বছরের এক শিশুর হাতে তুলে দেয়া হয় 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' বা অনুরূপ একটি ইংরেজী বই। অস্বীকার করার জো নেই যে, প্রায় একশ' ভাগ শিশুই সাধারণত পড়াশুনায় বিমুখ থাকে। এমতাবস্থায় দু'টি বিশাল বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দেয়া, তার বিরূপতাকে বাড়িয়ে তোলার নামান্তর বই কিছুই নয়। এটা কতটুকু যুক্তিসংগত? আমার মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তত ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত একটা শিশুকে শুধুমাত্র মাতৃভাষায়ই দক্ষ করে তোলা দরকার। কারণ, দ্বিতীয় একটি ভাষা শেখা ও তাতে দক্ষতা অর্জন করার জন্য মাতৃভাষা ভালভাবে শেখার কোন বিকল্প নেই।

আর ইংরেজী শিক্ষা করা বা দেবার জন্যই বা কত বছর দরকার? আমরা মনে করি, ইংরেজী শিক্ষা সকলের জন্য জরুরী নয় এবং তা শিক্ষা দেয়া বা শিক্ষা করার জন্যও ৫/৭ বছরের বেশী লাগার কথা নয়। অথচ আমাদের দেশে যেখানে মোট স্কুলগামী শিশুদের অর্ধেকের বেশী প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে মাধ্যমিক স্তরে আসার পূর্বেই ঝরে পড়ে, সেখানে ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজীকে চাপিয়ে দেয়ার কোন মানে হয় না। এতে শিশুরা না শিখে বাংলা, না শিখে ইংরেজী। অথচ ঐ ৫ বছরে যদি কেবল বাংলা (সাথে অবশ্যই অংক থাকবে) শেখানো হয়, তবে তাকে ভালভাবেই বাংলা শিক্ষা দেয়া সম্ভব। আবার আমরা বর্তমান শিক্ষা কারিকুলামে একটা ছাত্রকে ১২ বছর (ইদানীং ১৪ বছর করা হয়েছে) ইংরেজী শিখতে বাধ্য করি, তাকে কি পরিমাণ ইংরেজী শেখাতে সক্ষম হচ্ছি সেটাও বিবেচনায় আনা দরকার। মূলত ইংরেজীর প্রতি অনীহা বা ভয় থাকার কারণে এক বিরাট অংশ শুধুমাত্র পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু ইংরেজী সাময়িকভাবে শেখে, পরীক্ষার পর যার অস্তিত্ব খুব কমই থাকে। যার ফলে ইংরেজীতে কথা বলা বা সাহিত্য পড়া তো দূরের কথা, কোন একটা পণ্যের গায়ে অতি সহজ ইংরেজীতে লেখা নির্দেশিকা পড়তেও ঐ বিরাট অংশ সক্ষম হয় না। এসব বাস্তবতা বিবেচনা করে আরো গবেষণার মাধ্যমে অধিক কার্যকর ও সহজ ইংরেজী শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করে কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট দীর্ঘ ৭ বছরে কাংক্ষিত মানের ইংরেজী শিক্ষা দেয়া সম্ভব বলে আমরা মনে করি। আর এটা অবশ্যই বাধ্যতামূলক হবে না। কেননা, পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য ইংরেজী শেখা জরুরী নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় একটি ভাষা শেখার জন্য অবশ্যই প্রবল আগ্রহ থাকা দরকার। কিন্তু বাধ্যতামূলক করলে সে আগ্রহের প্রতি কোন তোয়াক্কা করা হয় না। তাই ইংরেজীকে ঐচ্ছিক রেখে তার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এখানে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে। ইংরেজীর পাশাপাশি আরবীকেও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা যায়। কারণ, আরববিশ্ব সারাবিশ্বের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর আরব বিশ্বের প্রভাব অনেক এবং আমাদের প্রবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আরব বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত। তাছাড়া আমাদের দেশের প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান। কোরআন-হাদীস তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ। কোরআন-হাদীস উপলব্ধির মাধ্যমে এর থেকে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করলে আমাদের নৈতিক মান অবশ্যই উন্নত হতে বাধ্য। তাই যদি আরবী শিক্ষার সহজ পথ খোলা থাকে তবে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে অনেকেই আরবী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবেন। অতএব, নীতিনির্ধারকসহ শিক্ষাবীদ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে সক্রিয় বিবেচনার অনুরোধ করছি।